দৈনিক বাংলা

৩৯২

তারিখ ২।৮।৮১

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

**বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলির উদ্বোধনী বক্তব্য**

# অভিযুক্তরা চক্রান্ত [illegible] ও জিয়াকে হত্যার জন্য

বিদ্রোহী নেতা মেজর জেনারেল [...]াবুল মঞ্জুর তাঁর কমান্ডের অধীনে [...]ন্য বাড়াতে গর্বানুভব করতেন [...]ন তারা তাঁর নিজস্ব বাহিনী [এ]বং তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ [...] ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে তাদের [ব্য]বহার করা যাবে।

[...] বাসস'র খবরে বলা হয় : সোম-[...]র প্রকাশিত শ্বেতপত্রের তৃতীয় [অধ]্যায়ের পূর্বানুবৃত্তিতে একথা বলা [হ]য়েছে। গত ৩০শে মে রাতে চট্ট-[গ্রা]মে সেনা বিদ্রোহ ও প্রেসিডেন্ট [জি]য়াউর রহমানকে হত্যার ঘটনা [সম্]পর্কিত শ্বেতপত্রের তৃতীয় অধ্যা-[য়ে]র দ্বিতীয় পূর্বানুবৃত্তিতে জেনা-[রেল] কোর্টমার্শালের বাদীপক্ষের [প্রধা]ন কৌসুলির উদ্বোধনী বক্তৃ[তার] উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্বেতপত্রে বলা হয় : চট্টগ্রাম ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জেনারেল মঞ্জুরের গগনচুম্বী রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ছিলো। তিনি ছিলেন দারুণ ঈর্ষাপরায়ণ ও অপরের প্রতি অসহিষ্ণু এবং তাঁর এক দারুণ অহমিকা ছিলো যে তিনিই সেনাবাহিনীর তথা দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখন এটা প্রকাশ পেয়েছে যে জেনারেল মঞ্জুর এমনকি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নির্মম সমালোচক ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে অতি কঠোর মন্তব্য ও অভিমত প্রকাশ করতেন।

শ্বেতপত্রে বাদীপক্ষের কৌসুলির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে এই চরম উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহী তৎপরতা সম্পূর্ণ দমন না করে তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার—যা তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজের মধ্যে লালন করে আসছিলেন, তার প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তদনুযায়ী জেনারেল মঞ্জুর মরহুম প্রেসিডেন্টকে যে কোন উপায়ে সরিয়ে দেয়ার এবং তথাকথিত বিপ্লবী কাউন্সিল পরিচালিত প্রশাসন ও মার্শাল ল'র আওতায় দেশকে তাঁর নেতৃত্বাধীন এক সরকারের পদানত করার ষড়যন্ত্র করেন।

শ্বেতপত্রে বলা হয় : দেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের গ্যারান্টি দেয়া এবং তা অনুসৃত হওয়া সত্ত্বেও এই উচ্চাকাংক্ষী রাজনীতিক তাঁর সা[ম]রিক উর্দি ও পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও তাঁর কমান্ডের অধীনস্থ অফিসার ও সৈনিকদের দীক্ষিত ও প্ররোচিত করতে শুরু করেন। মঞ্জুর প্রায়ই বলতেন যে তিনি ও তাঁর পছন্দসই মুক্তিযোদ্ধারাই দেশ শাসন করবেন। বলপ্রয়োগ ও সাবেক প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে হলেও যেকোনো পন্থায় এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে।

শ্বেতপত্রে বলা হয় : ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও লক্ষ্য নিয়ে জেনারেল মঞ্জুর আঘাত হানার মুহূর্তের জন্যে এগিয়ে যান এবং গত ২৯শে-৩০শে

## অভিযুক্তরা হত্যার জন্য দায়ী

(১ম পৃঃ পর)

[...]ক সেনাবিদ্রোহের ষড়যন্ত্র ও [সং]ঘটিত করে সেগুলি অগ্রাহ্য ও [লং]ঘন করেছে। সেনাবিদ্রোহ ঘটিয়ে [অ]ভিযুক্তরা যে কেবল সেনাবিদ্রো-[হে]র অপরাধ করেছে তা নয় বরং [...]তি যার জন্য শোকার্ত বাংলা-[দে]শের সেই মরহুম প্রেসিডেন্ট [জন]াব জিয়াউর রহমান এবং বাংলা-[দে]শ সেনাবাহিনীর অফিসার ও [সৈ]নিকসহ অপর কয়েকজনকে হত্যা[র] ঘৃণ্য অপরাধ করেছে।

[অ]ভিযুক্ত ব্যক্তিদের সংঘটিত [অপ]রাধসমূহ সংক্রান্ত ঘটনাবলীর [...] সংক্ষিপ্তসার পেশ করার আগে [...] এক মর্মান্তিক ও গভীর [...]বহ ঘটনা যা উপরি-উল্লিখিত [...] চট্টগ্রামে ঘটেছিলো একটি [সংক্ষি]প্ত পটভূমি উল্লেখ করতে [...]

[...]এ-১০৩ মরহুম মেজর জেনা-[রেল] এম এ মঞ্জুর একজন সিনিয়র [...]ক বলে তাঁকে চব্বিশতম ইন-[ফ্যান্]ট্রি ডিভিসনে জিওসি নিয়োগ [করা] হয় এবং তিনি গত ১৯৭৭ [...] ২৪শে নবেম্বরে কমান্ড [গ্রহণ] করেন। উক্ত পদে নিয়োগের [আগে] তিনি ঢাকায় আর্মী হেড-[কোয়ার্ট]ারে চীফ অব জেনারেল [স্টাফ] পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং [...] তিনি সেনাবাহিনীর পুন-[...]র উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ভোগ [...] এবং তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত [...]র আসন হতে তাঁর বদলি [...] করেননি। চট্টগ্রামে তাঁর [...] নেয়ার পর চট্টগ্রাম ডিভি-[শনে] সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি করা হয় [...]য়েকটি অতিরিক্ত ব্যাটালিয়ন [ব্রি]গেড গঠন করা হয়। পার্বত্য [...]য় বিদ্রোহ তৎপরতাকে কার্য-[...] দমনের জন্যে তাঁর কম্যা-[ন্ডের] অধীনে সৈন্যশক্তি বাড়াতে [...]য়েছিলো। কিন্তু উক্ত [...]জেনারেল এম এ মঞ্জুর একে [ব্য]ক্তিগত গৌরব বলে মনে [...] এ যেন তাঁর ব্যক্তিগত [...] এবং তাঁর রাজনৈতিক [উচ্চাকাং]ক্ষা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে [ব]্যবহার করা যাবে।

[...] জেনারেল এম এ মঞ্জুর [...] আকাঙ্ক্ষার মানুষ [...] তিনি ছিলেন দারুণ ঈর্ষা-[পরায়ণ ও] অপরের প্রতি অসহিষ্ণু [...সে]নাবাহিনী ও দেশের মধ্যে [...] তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করার [...]বজাত অহমিকায় ভুগতেন। [...] দেখা যায় যে তিনি এমনকি [...] প্রেসিডেন্টের নিষ্ঠুর সমা-[লোচনা ক]রতেন এবং তাঁর সম্পর্কে [...]কঠোর মন্তব্য ও মত প্রকাশ [...]

[...]গ্র উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি [...চ]ট্টগ্রামে বিদ্রোহী তৎপরতা [...]পে নির্মূল না করে তাঁর [...] পরিকল্পনা যা তিনি [...] ধরে নিজের মধ্যে লালন [...]সছিলেন, তার প্রতি

ধীরে ধীরে অধিকতর মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। সেইভাবে তিনি সাবেক প্রেসিডেন্টকে যেকোনো পন্থায় সরিয়ে দিতে এবং তথাকথিত বিপ্লবী পরিষদের শাসন ও মার্শাল ল'র আওতায় দেশকে তাঁর নেতৃত্বাধীন এক সরকারের পদানত করতে ষড়যন্ত্র করেন। দেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের সমানাধিকারের গ্যারান্টি ও সমানাধিকারের অনুসৃতি সত্ত্বেও এই অতিউচ্চাকাংক্ষী রাজনীতিক তাঁর সামরিক উর্দি ও পদমর্যাদার সুযোগে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও কমান্ডের অধীনস্থ সৈনিক ও অফিসারদের দীক্ষিত ও প্ররোচিত করতে শুরু করেন।

তিনি প্রায়শঃই বলতেন যে সুশাসনের জন্যে দেশ তাঁর দ্বারা ও তাঁর পছন্দসই মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা শাসিত হবে। তাঁর মতে, বলপ্রয়োগ ও মরহুম প্রেসিডেন্টকে হত্যাসহ যেকোনো পন্থায় এই লক্ষ্য অর্জন করতে হবেই।

এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ও উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি আঘাত হানার মুহূর্তের জন্যে এগিয়ে যান এবং ২৯শে ও ৩০শে মের রাতে সুপরিকল্পিতভাবে যেমনটি ঘটেছিলো। তিনি তাঁর কমান্ডের অধীনে সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো তার পছন্দসই অফিসারদের নিয়োগ করেন। তিনি তাদের নিয়োগ করেন তাঁর প্রতি ও তাঁর দর্শনের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্যের ভিত্তিতে। বিভিন্ন অছিলায় তিনি আর্মী হেডকোয়ার্টারের আদেশ ও নির্দেশ ইস্যু করেন এবং তাঁর এলাকায় কতগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন—যে প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো আর্মী হেডকোয়ার্টারের। তাঁর অনুরোধে ও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে যেখানে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করা হয় সেখানে তিনি সেই অর্থ ওঠাতেন এই বলে যে সদর দফতরের চেয়ে তিনি অনেক ভালো করতে পারেন। তাঁর এলাকায় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে অথবা নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ করার কোনো অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে তিনি কখনও তাঁর কোনো ঊর্ধ্বতন অফিসারকে আমন্ত্রণ জানাতেন না এবং নতুন কোনো ভবনের অথবা ব্যারাকের উদ্বোধনকালে শ্বেতপাথরে সবসময়েই তাঁর নাম উৎকীর্ণ করা হতো।

সামরিক অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে রাজনৈতিক বক্তৃতা করার জন্যে তিনি অবস্থার সৃষ্টি করতেন। সামরিক অফিসার হয়েও তিনি গ্রুপ মিটিং করতেন এবং দেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। তিনি একথাই ব্যক্ত করতেন যে দেশে যেন কোনো কিছুই ঠিকমতো চলছে না এবং সবকিছুকে ঠিকমতো চালানোর জন্যে সবার সঙ্গে পদক্ষেপ নেয়া তাঁর দায়িত্ব। তাঁর এই সব দুরভিসন্ধিমূলক তৎপরতাকে গোপন করার জন্যে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের ডিটাচমেন্ট কমান্ডার লেঃ কর্নেল লাইসের চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ঢোকা নিষিদ্ধ করেছিলেন। একই সময়ে ডিভিসনাল ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটকে তাঁর ঘৃণ্য পরিকল্পনায় সহায়তা করার পূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেজর জেনারেল মঞ্জুর ও তাঁর অন্যান্য সহযোগিরা তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। তারা ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই উদাসীনতার জন্যেই ১৯৮০ সালের শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে ৬৯তম ইনফ্যানট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মহসিন-উদ্দীন আহমেদ দুমাস বান্দরবনে অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার পরিদর্শনে যাননি। তার পর হঠাৎ করে তিনি গত ২৮শে মে তার অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে যান প্রথম ইস্ট-বেঙ্গলের কয়েকজনকে ১৯৮১ সালের ২৯শে ও ৩০শে মের ভয়াবহ রাতে বিদ্রোহে অংশ নেয়ার জন্যে কালুরঘাট ব্রীজের কাছে মোতায়েন থাকার পরামর্শ দিতে।

[মে]র রাতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত-[ভা]বে তাই ঘটেছে। তিনি তাঁর [ক]মান্ডের অধীন সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি [ক]রেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে তাঁর পছন্দসই অফিসারদের [নি]য়োগ করেন। এই নিয়োগের [ভি]ত্তি ছিলো তাঁর প্রতি ও তাঁর [দ]র্শনের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য।

শ্বেতপত্রে বলা হয়, নানা অছিলায় জেনারেল মঞ্জুর আর্মী হেডকোয়ার্টারের আদেশ ও নির্দেশ ইস্যু করতেন এবং তাঁর এলাকার আর্মী হেডকোয়ার্টারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ লাভ করতেন।

### তৃতীয় অধ্যায়
### (পূর্বানুবৃত্তি)

**বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলির বক্তৃতা**

মহামান্য আদালত,

অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমি এই আদালত কক্ষে আমার উদ্বোধনী বক্তৃতা পেশ করার জন্যে আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি। এই আদালত কক্ষে আমরা সমবেত হয়েছি ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কোনরূপ আপোস ব্যতিরেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শৃংখলা ও মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং যারা আইনের বিধানাবলী ও সেনাবাহিনীর শৃংখলা লংঘন করেছে এবং যারা সম্মানজনক সামরিক পেশার কলংকস্বরূপ, সেই অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের জন্যে। অন্যায়কারীদের মধ্যে এমনসব অভিযুক্ত ব্যক্তি আছেন যারা সামরিক শৃংখলা, আইনের বিধানাবলী ও সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রতি সৈনিকদের আনুগত্যের শপথকে কেবল প্রহসনেই পরিণত করেননি বরং গত ২৯শে ও ৩০শে মে ১৯৮১-র রাতে

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)